হ্রাস পেয়েছে দেশী শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রাপ্তির সুযোগ

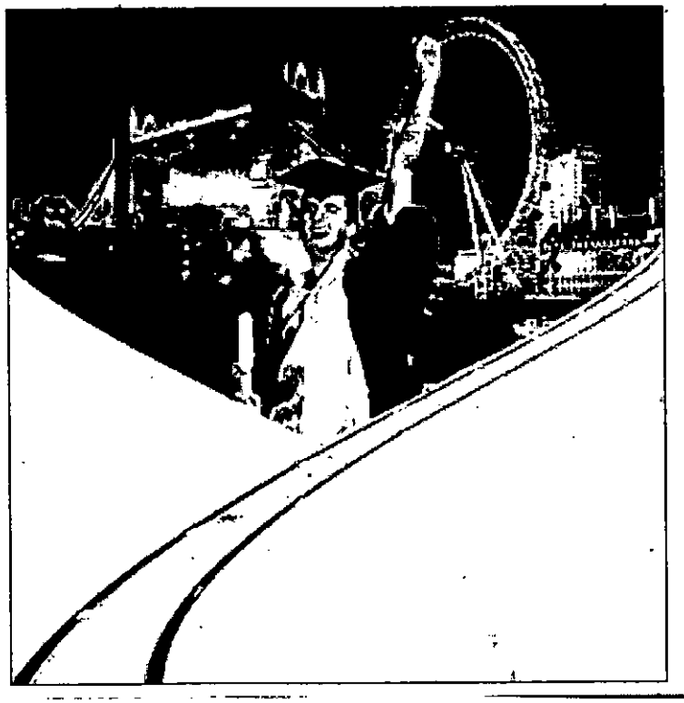

'৮০-এর দশক থেকে দেশের শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠে ব্যাপক মাত্রায়। এর কারণ হলো সহজ শর্তে বিশ্বের উন্নত দেশে উচ্চ শিক্ষা ও খন্ডকালীন চাকরির সুযোগ। এ সুযোগের ফলে দেশের শিক্ষার্থীর এক অংশ প্রতি বছর দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার লক্ষ্যে চলে যেত এবং পরবর্তীতে এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সফলতা বয়ে আনত দেশের জন্য। এমনকি তাদের পাঠানো বিদেশী মুদ্রায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হতো এবং তাদের পরিবার স্বচ্ছলতার মুখ দেখত। বর্তমানেও এ রেশ কাটেনি। তবে ভিসা প্রদানে দিন দিন কঠিন নিয়ম চলে আসছে।

দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের জন্য বিদেশের দুয়ার সহজে খোলার লক্ষ্যে চালু হয়েছে শ' শ' কনসাল্টিং ফার্ম। এ কনসালটেন্সি ফার্মগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশী কলেজের সকল ফর্মালিটি পূরণ করাসহ ভিসার জন্য আবেদনের সকল কাজ করে দেয়। তাছাড়া বেসরকারি ব্যাংকগুলো উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ফলে অনেক গরীব মেধাবী ছাত্র বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে যারা আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় দেশে পড়তে যাচ্ছে, তারা তাদের সুযোগকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাচ্ছে। তারা পড়ালেখা বাদ দিয়ে পার্ট টাইম চাকরির স্থলে ফুলটাইম চাকরি করে আয় করার

লায়ন ড. খন্দকার ফজলুল হুদা
সিইও, ভিসা গ্রুপ অব কোম্পানীজ

সর্বোচ্চ সুযোগ নিচ্ছে। আর এ ধরনের ব্যাপার যখনই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হচ্ছে তখনই ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করছে। তাছাড়া অনেক শিক্ষার্থী ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে গা ঢাকা দিয়ে থেকে যাচ্ছে ঐ দেশেই। ফলে এ ধরনের অপকর্মের ফল ভোগ করতে হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের যারা সত্যিকার অর্থেই পড়াশোনা করতে চায়। আবার স্পন্সরশীপ নিয়েও নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয় শিক্ষার্থীরা। ভাড়া করা স্পন্সর দিয়ে ভিসা নেওয়ার চেষ্টা করে। বর্তমানে ভাড়া করা স্পন্সররা পত্রিকায় স্বগর্বে বিজ্ঞাপন দিয়ে উন্মুক্ত ব্যবসা শুরু করেছে। ফলে অ্যাম্বেসি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ভীষণ সচেতনতা অবলম্বন করছে। দেশী শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের সফলতার দ্বার বন্ধ করে দিচ্ছে।

দেশের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের অপকর্ম দিন দিন ভিসা প্রাপ্তির হার হ্রাস করছে। আগে ১০ জনে ৭/৮ জন ভিসা পেত। এখন ১০ জনে মাত্র ৩/৪ জন ভিসা পায়। মাঝে মাঝে এ হার কমে ১/২ জনেও চলে আসে। এ ধরনের আশঙ্কাজনক হ্রাস দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে অন্যদিকে মেধাবী গরীব ঘরের ছেলেরা বঞ্চিত হচ্ছে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা পেতে।

এখন ভাবতে হবে কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে? প্রথমত বিদেশে তাদেরই যাওয়া উচিত যারা মূলত চায় উচ্চশিক্ষা নিতে। যারা উচ্চশিক্ষার নামে চাকরি করে ডলার কিংবা পাউন্ড আয় করার উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে আগ্রহী তাদেরকে বলব- সত্যিকারের শিক্ষার্থীদের পথ রুদ্ধ করবেন না। যে সব শিক্ষার্থীর পক্ষে টিউশন ফি এবং কয়েকমাসের থাকা-খাওয়ার খরচ দেশ থেকে যোগাড় করে বিদেশ যাওয়া সম্ভব, তারা আবেদন করলে অন্তত প্রথম পর্যায়ে পড়াশোনার ঝক্কি পোহাতে হবে না। অনেকে এখান থেকে রঙিন স্বপ্ন দেখেন। মনে করেন পার্ট টাইম চাকরি করে পুরো খরচ যোগাবেন। কিন্তু তাদের এও ভাবতে হবে চাকরি করে পড়াশোনা করা খুব কষ্টের। দিনে কয়েক ঘন্টা চাকরির টার্গেট থাকা ভালো। কিন্তু সেটা আবার ৪/৫ ঘন্টার বেশি নয়। এর বেশি সময় কাজের চিন্তা মাথায় রাখলে পড়াশোনা নির্বিঘ্নে করা সম্ভব নয়। যারা বাবা-মা, আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে স্পন্সরশীপ নিতে পারবেন তাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। যদি মাথায় থাকে স্পন্সর কিনে নিয়ে ভিসার জন্য আবেদন করবেন তাহলে সে চিন্তা বাদ দেওয়াই ভালো। কারণ আপনার একটা কপটতা সারাজীবনের ব্যর্থতা এনে দিতে পারে।

বিদেশে পড়তে যাওয়ার পথটা বর্তমানে কঠিন হলেও পথ বন্ধ হয়নি। এখনও সুযোগ আছে দেশের শিক্ষার্থীদের সঠিক কনসালটেন্সি দিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করার। তাই অভিভাবক এবং কনসালটেন্সি ফার্মগুলোর প্রতি আবেদন সঠিক পথ বেছে নিন শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সফল ক্যারিয়ার গড়ে দিতে।

04 APR 2008